সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

জরুরী বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব আরিফুল হক চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: নগর ভবন সভা কক্ষ
সভার তারিখ	: ২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিঃ
সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করলে সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নগর ভবন মসজিদের ইমাম জনাব মোহাম্মদ আলী এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা জনাব বিশ্বজিত দেব।

সভাপতি জানান সারা দেশের ন্যায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা আক্রান্ত, ডায়বেটিস রোগী এবং অপারেশনের রোগীরা ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে তাদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশী। তাই ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাউন্সিলরবৃন্দদের সমন্বয়ে মাইকিং, এডিস মশার লার্ভা অনুসন্ধান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, লিফলেট বিতরণ, মসজিদ/মন্দির/গীর্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রচারনা, পত্র প্রেরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য শাখা/মশক নিধন শাখার জন্য ৪টি পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে। ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫ নং ওয়ার্ডসহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডসমূহে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এ বিষয়ে প্রয়োজনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত ওয়ার্ডের নব নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্য মাননীয় মেয়র পরামর্শ দেন।

কাউন্সিলর মোঃ সিকন্দর আলী জানান ড্রেনে জ্যাম থাকায় পানি জমে এডিশ মশার লার্ভা জন্মায় তাই ড্রেনসমূহ দ্রুত পরিস্কার করা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান বিদেশের মাটিতে সবাই ঠিকই আইন কানুন মেনে চলেন কিন্তু দেশে ঢুকেই উনারা দেশের আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা শুরু করে দেন। এদেরকে শক্ত হাতে দমন/আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী জানান করোনাকালীন সময়ে যেভাবে সকল কাউন্সিলর একযোগে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন তেমনি এবারও ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম একসাথে চালিয়ে যেতে হবে তাহলেই ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন যদি প্রতিটি ওয়ার্ডে বিদ্যমান ৪ জনের সাথে আরও ৬ জন শ্রমিক দেওয়া হয় এবং তারা প্রতিদিন নিয়মমাফিক তাদের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে আলাদা অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হবে না।

কাউন্সিলর জনাব শান্তনু দত্ত (সন্ত) কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরীর সাথে একমত পোষন করেন।

কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ বলেন তাঁর ওয়ার্ডের ১৫টি মহল্লার মধ্যে ১টি পাড়ায় অভিযান হয়েছে। অভিযানের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের জরিমানা না করলে শোধরানো সম্ভব হবে না বলে তিনি মনে করেন। তিনি স্কুল/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বিশেষ নজরদারি রাখার অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান বলেন জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রত্যেক পাড়ার সামাজিক সংগঠন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কাজ করা প্রয়োজন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার সাথে জড়িত প্রত্যেককে নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতার সহিত পালনের আহবান জানান। তিনি বর্তমান পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সকলকে তাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন এবং সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ জানান এ পর্যন্ত সিলেটে যত ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে তার বেশীরভাগই অন্য শহর/জেলা থেকে আগত। দুরপাল্লার বাসে পর্যাপ্ত পরিমান মশার ঔষধ স্প্রে করলে বাহির থেকে আসা রোগী সংখ্যা কমানো যেতে পারে। তিনি আরও জানান পরিষদের বিভিন্ন সভায় শ্রমিক বৃদ্ধির আলোচনা হলেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মী নিয়োগ এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রয়োজন অনুসারে ফগার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন আমাদের মেয়র মহোদয় কাউন্সিলর এবং মেয়র হিসেবে প্রায় ১৫ বছর সিলেটের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তাই মাননীয় মেয়রকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেনতা তৈরি করতে হবে তাহলেই প্রতিকার পাওয়া সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি মেয়র মহোদয়ের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করার অনুরোধ জানান।

সভাপতি বলেন মেয়র হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন বিগত ১০ বছরে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং সেই অর্থ কোন কোন খাতে কি পরিমাণে খরচ করা হয়েছে তা জনগণের কাছে তুলে ধরা হবে। যেকোন নামকরা ফার্মের মাধ্যমে উক্ত সময়ের আয়/ব্যয় অডিট করার প্রয়োজন। এতে জনগণের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পাবে। এই অডিট শেষ হতে প্রায় ২ মাস সময় লাগতে পারে তাই তিনি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আয়োজন করার কথা বলেন যাতে উক্ত অনুষ্ঠানে জনগণের সামনে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করা যায়।

বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

১। ওয়ার্ড ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ বিষয়ে পরবর্তী সাধারণ সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

২। কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সকল রাস্তাঘাট/ছড়া/ড্রেন/নালা/নর্দমা/খাল/দিঘী/পুকুর/জলাশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এতে সহযোগীতা প্রদান করবেন।

৩। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে কেবলমাত্র আবর্জনাবাহী প্রতিটি ট্রাকে ৩ জন করে সর্বোচ্চ ২০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৪। বিগত ১০ বছরের উন্নয়ন ব্যয় বিষয়ে ইন্টারনাল অডিটের জন্য যেকোন প্রাইভেট ফার্মকে দায়িত্ব প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৫। আলোচনাপূর্বক স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২০৫৩/১৮ তারিখঃ ৩১.০৭.২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর/ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৫। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৬। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

(মোহাম্মদ বদরুল হক)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২০৫৩/১৮/৩৬ তারিখঃ ৩১.০৭.২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। ....কাউন্সিলর

সংরক্ষিত/সাধারণ ওয়ার্ড নং.....সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৯.২০৫৩/১৮/৩৬(২৫) তারিখঃ ৩১.০৭.২০২৩ খ্রি.

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭-২৪।..... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব বিক্রম কর (সম্রাট), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। জনাব সোহেল আহমদ রিপন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব শান্তনু দত্ত (সন্তু), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬। জনাব মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭। জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯। জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০। জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১। বেগম নাজনিন আক্তার কনা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২। বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩। মোঃ ছয়ফুল আমিন (বাকের), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪। জনাব নজরুল ইসলাম মুনিম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫। বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬। জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭। জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮। জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।